কলেজ গ্রন্থাগার
বর্ষ—২, সংখ্যা—১, জুন—২০২৫, পৃ. ১৯-২৫

সবুজ গ্রন্থাগার ও ভারত: উন্নয়নের দিকে একধাপ

হেদায়েত হোসেন
গ্রন্থাগারিক, জঙ্গিপুর মহাবিদ্যালয়
E-mail : hedayathossain@gmail.com
https://orcid.org/0009-0004-3307-82743

সারসংক্ষেপ

সবুজ গ্রন্থাগারের ধারণাটি মৌলিক গ্রন্থাগার পেশার ক্ষেত্রে এবং মানবজাতির মুখোমুখি ক্রমবর্ধমান গুরুতর পরিবেশগত সমস্যার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে আলোচিত একটি বিষয়। গ্রন্থাগার একটি সর্বব্যাপী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি প্রতিষ্ঠান, নিরন্তর তথ্য এবং জ্ঞান সরবরাহকারী জীবন শিক্ষার প্ল্যাটফর্ম। সবুজ গ্রন্থাগার আন্দোলন ১৯৯০ এর দশকের গোড়ার দিকে শুরু হয়েছিল। কারণ গ্রন্থাগারগুলি অপুনর্ভব শক্তি হ্রাস এবং বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি ক্রমবর্ধমান পরিবেশগত সমস্যাগুলির প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে ও এই বিষয়ক প্রকাশনার সংযোজন করতে শুরু করে। ফলস্বরূপ এই বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পায়। আজকের সমাজ এবং সমগ্র বিশ্ব পরিবেশের প্রতি সংবেদনশীল হয়ে উঠছে। বর্তমান নিবন্ধে সবুজ গ্রন্থাগারের ধারণা, মান, বৈশিষ্ট্য এবং সবুজ গ্রন্থাগারের উপাদানগুলি তুলে ধরা হয়েছে। ভারতে সবুজ গ্রন্থাগারের উদ্যোগ এবং সবুজ গ্রন্থাগারিকদের ভূমিকাও বর্ণনা করা হয়েছে।

মুখ্য শব্দ : সবুজ গ্রন্থাগার, সবুজ গ্রন্থাগারের বৈশিষ্ট্য, সবুজ গ্রন্থাগারের মানদন্ড, সবুজ গ্রন্থাগার আন্দোলন, ভারতের প্রথম সারির সবুজ গ্রন্থাগার, সবুজ গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা।

১) ভুমিকা

"চোখ তো সবুজ চায়!
দেহ চায় সবুজ বাগান।" (আমি দেখি - শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

মানবজাতি সহ সকলেরই সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার জন্য "সবুজ" গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে আমাদের জীবনধারা দ্রুত হারে প্রভাবিত এবং পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে, আমরা আমাদের দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে ধারণযোগ্য উন্নয়ন নিয়ে চর্চার মধ্যে যে বিষয়টি এসেছে তা হল সবুজ

©WBCLA

গ্রন্থাগার। সাধারণ গ্রন্থাগার হল একটি প্রতিষ্ঠান, যা একটি উন্নত সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, মনুষ্যসৃষ্ট সমাজব্যবস্থায় গ্রন্থাগারগুলি সামাজিক চাহিদা পূরণে সহায়তা করে। কিন্তু সবুজ গ্রন্থাগারগুলি এই কাজগুলির সমান্তরালে পরিবেশ সংস্থাগুলির অভিভাবক হিসাবে কাজ করে, ধারণযোগ্য উন্নয়নে সম্ভাব্য পদক্ষেপের ক্ষেত্রে পরিবেশগত সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করে। সবুজ গ্রন্থাগারগুলি কেবল জ্ঞানের ভান্ডারই নয়, পরিবেশগত উদ্বেগ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংস্থান। সবুজ গ্রন্থাগার তাদের প্রকাশনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিবেশগত সমস্যা সম্পর্কে মানুষকে শিক্ষিত করে এবং পরিবেশ বান্ধব পরিষেবা প্রদান করে। গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান পেশায় সবুজ গ্রন্থাগারের জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বলা যেতে পারে সবুজ গ্রন্থাগারগুলি আসলে উচ্চতর সবুজায়ন কর্মসূচির অংশ, যা শুধুমাত্র ধারণযোগ্য উন্নয়নের প্রচারই করে না, একই সাথে তার রোল মডেল হিসেবেও কাজ করে। গ্রন্থাগারগুলিকে তাদের পরিকাঠামোতে সবুজায়নের বৈশিষ্ট্যগুলি অন্তর্ভুক্ত করার অনেকগুলি কারণ রয়েছে। এটি গ্রন্থাগারের পৃষ্ঠপোষকদের স্বাস্থ্যের পাশাপাশি এই পৃথিবীর জন্যও অপরিহার্য, যেখানে আমরা সবাই বসবাস করি। আজ মানবজাতি বুঝতে পেরেছে যে প্রযুক্তির এই বাড়বাড়ন্তের যুগে সবুজ ক্রমশঃ সংখ্যালঘু হয়ে পড়ছে। তাই, পৃথিবীকে আবার সবুজ করার জন্য অনেক দেশে, অঞ্চলে, প্রতিষ্ঠানে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, কোম্পানিতে, সংস্থায়, প্রতিষ্ঠানে এবং বিশেষত গ্রন্থাগারে সবুজায়ন করার একটা প্রবণতায় পরিণত হয়েছে। এখান থেকেই 'সবুজ গ্রন্থাগার' মডেল আলোচনায় এসেছে। এটি গ্রন্থাগারিকদের জন্য একটি নতুন কর্মোদ্যোগ ও চ্যালেঞ্জ।

২) আলোচনা

"সবুজ গ্রন্থাগার" শব্দটির কোন স্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন সংজ্ঞা নেই। আমরা যখন শুধু 'গ্রন্থাগার' বলি, তখন আমরা গ্রন্থাগারের সামগ্রিক কার্যাবলী ও গ্রন্থাগার ভবনটিকে বুঝি। তাই যখন 'সবুজ গ্রন্থাগার' বলি, তখন বুঝে নিতে হয় এর ধারণাটি বেশ বিস্তৃত। সহজ কথায়, একটি সবুজ গ্রন্থাগার হল একটি পরিবেশ বান্ধব গ্রন্থাগার। ODLIS (Online Dictionary of Library and Information Science) প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে-

"Green Library, also known as a 'Sustainable Library' is a library designed to minimize negative impact on the natural environment and maximize indoor environmental quality by means of careful site selection, use of natural construction materials and biodegradable products, conservation of resources (water, energy, paper), and responsible wastedisposal (recycling– etc.)." (Antonelli– 2008)

এখানে, 'Sustainable' কথাটি "ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রয়োজনীয়তা পূরণের ক্ষমতাকে বিপন্ন না করে বর্তমান চাহিদা পূরণের ক্ষমতা" - এমন অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। এর অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত দিক রয়েছে এবং একটি সবুজ গ্রন্থাগার পরিবেশগতভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ পদ্ধতিতে এর উদ্দেশ্যগুলি সম্পূর্ণ করে। একটি নবনির্মিত বা সংস্কৃত সবুজ গ্রন্থাগারের এই ধারণযোগ্যতা (sustainability) উন্নয়নের লক্ষ্যে মার্কিন 'USGBC' (Green Building Council)-এর পক্ষ থেকে একটি মূল্যায়ন করা হয় ও মান অনুযায়ী রেটিংস শংসাপত্র দেওয়া হয় (Bhattacharya, 2017)।

সবুজ গ্রন্থাগারগুলি মূলতঃ 'সবুজ ভবন' আন্দোলনেরই (Green Building Movement) একটি উপ-বিভাগ (Meher, 2017)। এর মানবিক লক্ষ্য, জনসাধারণের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং নতুন গ্রন্থাগারগুলির

প্রায়শই সম্প্রদায়-চালিত প্রকল্পগুলির কারণে মনে করা হয় সবুজ গ্রন্থাগার সবুজ ভবন আন্দোলনে অনন্য ভূমিকা পালন করে। এর ধারণাটিকে মূল ধারায় নিয়ে আসার জন্য বিশ্বব্যাপী উচ্চস্তরীয় প্রশাসনিক উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। সবুজ গ্রন্থাগারের পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতা, ধারণযোগ্যতা এবং ব্যবহারকারীদের আরামদায়ক অভিজ্ঞতা প্রদানের দিকে লক্ষ্য রেখে এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয়েছে-

- সুপরিকল্পিত নকশা দ্বারা গ্রন্থাগার ভবনটি নির্মাণ। যাতে প্রাকৃতিক আলো প্রবেশের সুব্যবস্থা থাকবে, যা বিদ্যুৎ সাশ্রয় করে।
- গ্রন্থাগার ভবনটি নির্মাণে পরিবেশ-বান্ধব পুনর্ব্যবহারযোগ্য এবং স্থানীয়ভাবে উপলব্ধ উপকরণ, যেমন- পুনর্ব্যবহৃত কাঠ বা কম কার্বন নিঃসরণকারী সামগ্রী ইত্যাদি ব্যবহার।
- সোলার প্যানেল, এলইডি আলো, পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা ও পঠন কক্ষের স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় রাখার পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার।
- গ্রন্থাগার গৃহের চাহিদা পূরণের জন্য বৃষ্টির জল সংরক্ষণের ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষিত জল শৌচালয় বা গাছে জল দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার এবং জল অপচয় কমানোর জন্য বিশেষ প্রযুক্তি।
- যতটা সম্ভব কাগজের ব্যবহার কমিয়ে বিকল্প হিসেবে পাঠকদের জন্য ভার্চুয়াল গ্রন্থাগার, ই-বুকস ও ই-রিসোর্স প্রদান।
- কাগজহীন কার্যালয় (Paperless office)-এর দিকে লক্ষ্য রেখে বই বুকিং, অনুসন্ধান এবং অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবহার।
- গ্রন্থাগার চত্বরে (ভেতরে এবং বাইরে উভয় জায়গায়) সবুজ পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য সুপরিকল্পিত ভাবে পর্যাপ্ত গাছপালা রোপণ।
- যতটা সম্ভব উদ্বায়ী জৈব যৌগ (Volatile Organic Compounds) ব্যবহার ও পাঠকদের জন্য নীরব, আরামদায়ক পরিবেশ সুনিশ্চিত করা।
- নিয়মিত পরিবেশ সচেতনতা কর্মসূচি, পরিবেশ রক্ষা ও ধারণযোগ্য উন্নয়ন বিষয়ে নিয়মিত কর্মশালা এবং তাতে স্থানীয় সম্প্রদায়কে যুক্ত করার উদ্যোগ।

সবুজ গ্রন্থাগারের আন্তর্জাতিক মানদন্ড নির্ণয়ের জন্য LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) এবং BREEM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) - এই দু'টি সংস্থা রয়েছে। LEED কে একটি পারফরম্যান্স স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে বিবেচনা করা হয় (Aulisio, 2013)। এটি একটি পয়েন্ট-ভিত্তিক নম্বর প্রদান পদ্ধতি, যেখানে নতুন গ্রন্থাগার ভবনের জন্য সমর্থনযোগ্য অবস্থান, জলের কার্যকারিতা, শক্তি এবং পরিবেশ, উপকরণ এবং সম্পদ, অভ্যন্তরীণ পরিবেশগত শ্রেষ্ঠত্ব এবং উদ্ভাবন নকশা -এই ৬টি বিষয়ের ওপর ক্রেডিট পয়েন্ট দেওয়া হয়। BREEAM হল গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের জন্য সাধারণভাবে ব্যবহৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত মূল্যায়ন কৌশল (Mahawariya, n.d.)। এটি একটি সমর্থনযোগ্য প্রকল্পে সর্বোত্তম কার্য সম্পাদনের জন্য নিয়মাবলীর বিন্যাস করে এবং একটি গ্রন্থাগার ভবনের পরিবেশগত গুণমান পরিমাপ করার অনুমতি দেয়। পরিবেশগত

©WBCLA

গুণমান নির্ণয়ে গ্রন্থাগার ভবনটি গরম ও শীতল করার জন্য কম কার্বন নিঃসরণ যুক্ত যন্ত্রপাতি, কম-শক্তি খরচে আলো এবং জল সংরক্ষণ ব্যবস্থা -এই বিষয়গুলির ওপর জোর দেয়। ইডেন প্রেইরি গ্রন্থাগার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম নিজস্ব শক্তি এবং তাপ উৎপন্ন করার জন্য একটি প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালানী সেল তৈরি করে। এটি পুনর্ব্যবহৃত, উদ্বায়ী জৈব যৌগ উপকরণ দ্বারা তৈরী হয়েছিল। ব্রিটেনের এনফিল্ড টাউন গ্রন্থাগারে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত জানালা রয়েছে, যা গ্রন্থাগারকে পর্যাপ্ত আলো প্রদান করে ও বাইরের সবুজায়ন দৃশ্যমান হয়। এগুলি BREEAM রেটিং দ্বারা প্রত্যয়িত।

এই LEED এবং BREEAM সবুজ গ্রন্থাগারের জন্য বিভিন্ন রকম মানদণ্ড নির্দেশ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য CIS (Chicago Illinois Standards) ও BGS (Brown Green Standard) বিভিন্ন দেশে প্রচলিত রয়েছে। ভারতে 'GRIHA' (Green Rating for Integrated Habitat Assessment) (Ingole, 2021) এবং IGBC (Indian Green Building Council) (Rabidas, 2016) আছে। ভারত সরকার GRIHA কে জাতীয় রেটিং সিস্টেম হিসাবে গ্রহণ করেছে। ভারতীয় কৃষি-জলবায়ুর অবস্থা এবং বিশেষ করে শীততাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বর্জিত ভবনের (Non-AC Building) প্রাধান্য মাথায় রেখে GRIHA কে একটি রেটিং সিস্টেম হিসাবে তৈরি করা হয়েছে, যা দেশের বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলে সব ধরনের সুবিধার জন্য উপযুক্ত। ২০০১ সালে ভারতে সবুজ ভবনের প্রচার ও মূল্যায়নে রেটিংস দেওয়ার জন্য IGBC প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখন ভারতে প্রায় ২১৯০টি সবুজ ভবন, ৩৯৮টি সবুজ সংস্থা এবং ১০৮২টি সবুজ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান IGBC তে নথিভুক্ত রয়েছে।

ভারতে সবুজ গ্রন্থাগারের প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৮৫ সালে কেরালার 'COSTFORD' (Centre of Science and Technology for Rural Development) নামক একটি অলাভজনক সংস্থা নির্মাণের মধ্যে দিয়ে, যার মূল লক্ষ্য ছিল পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির সমন্বয়ে বিকল্প ভাবনা প্রয়োগে সবুজায়ন সমন্বিত ভবন নির্মাণে উৎসাহিত করা (Sawant, 2018)। ভারতে সবুজ গ্রন্থাগারের প্রচেষ্টার একদম অগ্রভাগে রয়েছে নয়া দিল্লিতে অবস্থিত TERI (The Energy and Resources Institute), যারা ভারতের প্রথম USGBC দ্বারা প্লাটিনাম রেটিং প্রাপ্ত সংস্থা CII-গোদরেজ গ্রিন বিজনেস সেন্টার-কে ২০০১ সাল থেকে সহযোগিতা করছে। TERI গুরগাঁও, ব্যাঙ্গালোর ও মুক্তেশ্বরে তাদের দপ্তর নির্মাণ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক শক্তি সম্পদের সঠিক ব্যবহার ও সবুজ অনুশীলনের প্রকৃত বাস্তবায়ন। USGBC-এর সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুসারে, সবুজ গ্রন্থাগার নির্মাণের উদ্যোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে নেতৃস্থানীয় শক্তি এবং পরিবেশগত নকশার নিরিখে শীর্ষ দশটি দেশের মধ্যে ভারত তৃতীয় স্থানে রয়েছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সবুজ গ্রন্থাগার নির্মাণ ও রূপান্তরিতকরণের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে প্রথম সারির কয়েকটি সবুজ গ্রন্থাগার হল-

(ক) আন্না সেন্টেনারি গ্রন্থাগার : চেন্নাইতে অবস্থিত এই গ্রন্থাগারটি ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি আধুনিক পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে সজ্জিত এবং আলো-বাতাস সঠিকভাবে ব্যবহার করার মানদন্ডে LEED দ্বারা "গোল্ড রেটিং" প্রাপ্ত। এটি ৩০% কম শক্তি এবং ২০% কম জল খরচ করে।

©WBCLA

(খ) কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার : গ্রন্থাগারটি শুরু হয়েছিল ১৯৫০ সালে। গুরুকুল ব্যবস্থা সহজতর করার এবং দলগত আলোচনার জন্য উন্মুক্ত স্থানের প্রয়োজনে ১৯৯০ সালে এটিকে সবুজ গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ শুরু হয়েছিল।

(গ) মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার : ১৮৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারটি পাঠকদের জন্য খোলা জায়গা প্রদান, পরিবেশ বান্ধব পণ্য এবং সঠিক আলো ব্যবহার করে ২০১৫ সালে সবুজ গ্রন্থাগারে পরিণত করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়।

(ঘ) মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার : ১৯০৭ সালে ইন্দো-ব্রিটিশ শৈলীতে নির্মিত গ্রন্থাগারটিতে বিশেষ পদ্ধতিতে জানালাগুলো নির্মাণ করে পঠন কক্ষে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক আলো-বাতাসের সঞ্চালন নিশ্চিত করা হয়েছে।

(ঙ) পারমা কার্পো গ্রন্থাগার : ২০১৫ সালে সম্পূর্ণ হাওয়া লাদাখের একটি ছোট্ট গ্রামে নির্মিত গ্রন্থাগারটি বিভিন্ন পরিবেশবান্ধব উদ্ভাবনী প্রযুক্তি, সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করে এবং একটি শ্বেতপদ্ম বাগান দ্বারা বেষ্টিত। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু পুরস্কারের সাথে সাথে এর নির্মাণশৈলীর জন্য গ্রন্থাগারটি ২০২২ সালে ওয়ার্ল আর্কিটেকচার পুরস্কার লাভ করেছে।

(চ) দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার : ১৯২২ সালে নির্মিত এই গ্রন্থাগারের পুরানো দিনের ভবন স্বাভাবিকভাবেই ঠান্ডা এবং বিস্তৃত উন্মুক্ত পরিসর, সূর্যালোক, প্রাকৃতিক আলো-বাতাস, বড় জানালা ও পরিচ্ছন্নতার কারণে পরিবেশটি যথেষ্ট আনন্দদায়ক।

(ছ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার : ১৮৭২ সালে নির্মিত এই গ্রন্থাগারের বিশাল উচ্চতা, বিস্তৃত খোলা এলাকা, পুরু দেওয়াল, পূর্বমুখী সব জানালা ও সবুজায়ন, সেইসাথে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য গ্রন্থাগারটিকে সবুজ গ্রন্থাগার হিসেবে অনন্য মাত্রা প্রদান করে।

(জ) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (NIT) শিলচর : ১৯৭৭ সালে স্থাপিত এটি উত্তর-পূর্ব ভারতের সম্ভাব্য প্রথম সবুজ গ্রন্থাগারের উদ্যোগ, যার নতুন ভবনটি LEED দ্বারা প্রত্যয়িত।

একজন গ্রন্থাগারিক কেবল বই বা তথ্যের রক্ষক নন, বরং সমাজে পরিবেশগত সচেতনতা বৃদ্ধির একজন প্রধান অংশীদার। তাই পরিবেশ-সচেতন গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা ও ধারণযোগ্য উন্নয়নের প্রচার-প্রসারে সবুজ গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি সবুজ গ্রন্থাগারিক হিসাবে একজন গ্রন্থাগারিককে অবশ্যই সবুজ গ্রন্থাগার আন্দোলনে বহুমুখী ভূমিকা পালন করতে হবে। যেমন-

- সবুজ গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রচার ও একটি সবুজ গ্রন্থাগার গড়ে তোলার লক্ষ্যে সবুজ গ্রন্থাগারিকদের সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে।
- গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের ই-বুক, ই-জার্নাল ইত্যাদি অ্যাক্সেস করার বিষয়ে উৎসাহিত ও সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।
- বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের সফ কপি তৈরি করা, গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে ব্যবহারকারীদের সুবিধা দেওয়ার প্রচেষ্টা রাখতে হবে।

©WBCLA

- সামগ্রিক ভাবে একটি পরিবেশবান্ধব গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার মধ্যে কাজ করা এবং এই ধরনের পরিবেশে কাজ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদেরকে গ্রন্থাগারের অংশীদার করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।
- অন্যান্য গ্রন্থাগারিকদের আলোচনা, সেমিনার এবং সম্মেলনের মাধ্যমে গ্রন্থাগারে যেতে উৎসাহিত করা তাদের যোগদান করতে সাহায্য করতে হবে।
- গ্রন্থাগারের বার্ষিক বাজেট পরিকল্পনা ও যাতে ন্যূনতম আর্থিক খরচ হয়, তা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- কাঠের আসবাবপত্র এবং অন্যান্য পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণ ব্যবহার করে জায়গাটিকে সম্পূর্ণ পরিবেশ বান্ধব করে তোলার চেষ্টা করতে হবে।
- গ্রন্থাগারের ছাদে সৌরবিদ্যুতের প্যানেল ব্যবহার করে পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হয়। বাঁশ, ফাইবার ইত্যাদি দিয়ে ইস্পাত ও পোড়া ইঁট প্রতিস্থাপন করার পরিকল্পনা করতে হবে।
- ধুলাবালি কমাতে এবং পরিবেশ ঠিক রাখতে গ্রন্থাগারের ভিতরে-বাইরে উপযুক্ত গাছ লাগানো ও তার রক্ষনাবেক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩) উপসংহার

বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রকোপ বৃদ্ধির সাথে সাথে সাম্প্রতিক কালে গ্রন্থাগারের পরিবেশকে সবুজ করা উল্লেখযোগ্যভাবে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই পরিবেশে, গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের কিছু বাস্তব সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত এবং তাদের গ্রন্থাগারগুলিকে সবুজ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা গ্রহণ করা উচিত, সেই সাথে সবুজ গ্রন্থাগার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা উচিত। অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা গ্রন্থাগারগুলিকে আরও পরিবেশবান্ধব করতে সহায়তা দিচ্ছে। যাইহোক, গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী, গ্রন্থাগারিক এবং সরকার সকলেরই পদক্ষেপ নেওয়া উচিত এবং সবুজ গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাফল্য নিশ্চিত করতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা উচিত। এটি লক্ষণীয় যে, আজকের গ্রন্থাগারগুলি জ্ঞানের প্রবেশদ্বার হিসাবে, বিশেষত স্থায়িত্বের ধারণাকে প্রচার করার জন্য নয়, উদাহরণ দ্বারা নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যও বিশেষভাবে দায়বদ্ধ। সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, সবুজ গ্রন্থাগার পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারিক সরাসরি জনসম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কিত এবং সবুজ গ্রন্থাগার নাগরিক শিক্ষার জন্য একটি বড় সুযোগ প্রদান করে। একজন গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব শুধুমাত্র ব্যবহারকারীদের তথ্য প্রদান করা নয়, একই সাথে আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য আধুনিক সবুজ গ্রন্থাগার নির্মাণের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদান করা। গ্রন্থাগার পেশাদারদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সবুজায়নের অনুশীলনের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অবশ্যই পরিবেশগত ধারণযোগ্যতা নিশ্চিত করে যেতে হবে।

©WBCLA

Internet Sources:

https://odlis.abc-clio.com/odlis_s.html
https://www.usgbc.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Green_building
https://www.usgbc.org/leed
https://breeam.com/
https://www.grihaindia.org/about-griha
https://igbc.in/
https://costford.org/
https://www.teriin.org/

তথ্যসূত্র :

Antonelli, M. (2008). The green library movement: An overview of green library literature and actions from 1979 to the future of future of green libraries. *Electronis Green Journal, 1*(27).

Aulisio, G. J. (2013). Green Libraries are more than just buildings. *Electronic Green Journal, 1*(35).

Bhattacharya, A. (2017). Green Library and its utilities in modern day library services: A study. *International Journal of Next Generation Library and Technologies, 3*(3).

Ingole, A. &. (2021). Green Library: Concept, Sustainable Development, Features, Importance, Standards and overview of Indian Scenario. *Internatonal Jounal of Creative Research Thoughts, 9*(12).

Mahawariya, K. (n.d.). Transformation of Modern Libraries into Green Libraries to Attain Sustainability. *Journal of Indian Library Association, 55*(2).

Meher, R. &. (2017). Green Library: An Overview, Issues with special References to Indian Libraries. *International Journal of Digital Library Services, 7*(2).

Rabidas, S. (2016). Green Lbrary Buildings: A Sustainable Process. *International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education, 2*(6).

Sawant, U. S. (2018). Green Library (GL) and Role of Green Librarian. *International Journal of Creative Research Thoughts, 6*(2).

©WBCLA